সমিতির প্রথম কার্যকরী পরিষদ

যে মহান সমাজ কর্মীগন আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা প্রথম চিন্তা করে, তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে, নিজের পরিবারের সদস্যদের সময় না দিয়ে, সমিতির হাল শক্ত হাতে ধরার জন্য প্রথম কার্যকরী পরিষদে অর্ন্তভুক্ত হতে রাজী হয়ে ছিলেন, নিয়ে ছিলেন সমিতি পরিচালনার মত পাহাড় কঠিন দায়িত্ব সেই অদম্য সাহসী যোদ্ধা, মহান মানুষগুলো হলেন-

১। প্রয়াত আগষ্টিন ছেড়াও-চেয়ারম্যান
২। প্রয়াত টমাস রোজারিও-ভাইস-চেয়ারম্যান
৩। প্রয়াত যোসেফ এরন রোজারিও-সেক্রেটারী
৪। প্রয়াত আলফ্রেড রোজারিও(মাস্টার)-ম্যানেজার
৫। প্রয়াত সিলভেষ্টার গমেজ-কোষাধ্য
৬। প্রয়াত গ্রেগরী রোজারিও (গেরাই)-সদস্য
৭। প্রয়াত যোসেফ রোজারিও-সদস্য
৮। প্রয়াত টমাস পেরেরা-সদস্য
৯। প্রয়াত আব্রাহাম ডি' ক্রুশ-সদস্য

তাদের নিকট সমিতির পরিচালনার কাজটি প্রচন্ড কঠিন ছিল। কেননা ভাওয়াল এলাকায় এই ধরনের সমিতি এই প্রথম। এ ধরণের উদ্যোগ দেখেনি কেউ কোন দিন। ঋণদান সমিতি কিভাবে চালাতে হয়, কিভাবে তার হিসাব সংরক্ষণ করতে হয়, তার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা তাদের কারোই ছিলোনা। শুধু মাত্র ফাদার বার্গম্যান সিএসসি অদম্য মনোবল, ফাদার চার্লস জে ইয়াং এর সাহস ও কর্ম পদ্ধতির বাস্তব অভিজ্ঞতা, নাইট ভিনসেন্ট রড্রিক্স স্যারের সহযোগিতা এবং আমাদের পূর্ব পুরুষদের ঐকান্তিক ইচ্ছা, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার আগ্রহ ও তাদের ত্যাগ সে কঠিন কাজকেও সহজ করে তুলেছিল। তাদের সেদিনের সেই ত্যাগের ফসল আমাদের প্রানপ্রিয় সমিতি যা বটবৃক্ষের মত আমাদের ছায়া দিয়ে আগলে রেখেছে। মরুভূমিতে মরুদানের মত পানীয় দিয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রয়োজনের সময়। মায়ের মত আগলে রেখেছে আমাদের।

সমিতির প্রাথমিক মূলধন

সমিতির প্রতিষ্ঠা লগ্নে কোন নিবন্ধিত মূলধন ছিলনা। কিন্তু সমিতির প্রথম শেয়ার জমা হয়েছিল ৫০ পয়সা এবং ১ টাকা সদস্য ভর্তি ফিস, যা আজ কোটি কোটি টাকায় পরিনত হয়েছে। সমিতির প্রথম ঋণ প্রদান করা হয়েছিল মাত্র ৫০ টাকা, যা আজ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১২ লক্ষ টাকায়।
আজ সমিতি মঠবাড়ী ধর্মপল্লীবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা, স্বর্নিভরতা অর্জনের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। কিন্তু এক দিনে সমবায়ের এই মন্ত্র আমাদের দ্বারে এনে পৌছাঁয়নি। প্রথম দিকে সমবায় সমিতি চালানোর মত অভিজ্ঞ লোক আমাদের ছিলো না। তাই বহু চড়াই উৎড়াই পেড়িয়ে আজকের এ অবস্থানে এসে পৌঁছেছি।

তখন রবিবার ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন। রবিবার দিন মীসার পর সভা করা হতো এবং সদ্যদের নিকট হতে ঋণ ও শেয়ারের টাকা সংগ্রহ করা হতো এবং এই সংগৃহীত টাকা থেকে সদস্যদের মাঝে ঋণ হিসাবে প্রদান করা হতো। প্রথম দিকে সমিতি সমন্ধে আমাদের মা-বাবা, কাকা-জেঠারা এতোটা সচেতন ছিলেন না। কেননা সমিতি বিষয়টা তাদের নিকট নতুন একটি বিষয় ছিল। তাই তাদের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করছিল। কিন্তু গ্রামে গ্রামে বাড়ী বাড়ী ঘুরে সমিতির প্রয়াত চেয়ারম্যান বেঞ্জামিন ডি' ক্রুশ মঠবাড়ীবাসীদের সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য অনুরোধ করতেন। সমিতি কিভাবে আমাদের মাঝে সুফল বয়ে আনছে, তা সবাইকে বুঝাতেন। সমিতি করা খারাব কিছু নয় বরং এটা আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন করবে এটা তিনি সবাইকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। তার সে কথায় বিশ্বাস করেছিল মঠবাড়ীর মানুষ। ফলে সমিতির সদস্য সংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়।